প্রশ্ন 1 উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদ কী? উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদের মূল বক্তব্য কী? এই মতবাদ কি সন্তোষজনক?

◆ উত্তর

উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদ

উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদ যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের বিরোধী মতবাদ। যে মতবাদ অনুসারে অভিব্যক্তি হল এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যেখানে জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে চেতনার আবির্ভাব ঘটে এবং অভিব্যক্তির প্রত্যেক স্তরে নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন সত্তার আবির্ভাব ঘটে, যে নতুন সত্তাটি তার পূর্ববর্তী স্তরের সত্তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সেই মতবাদকে বলা হয় উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদ। লয়েড মর্গান, স্যামুয়েল, আলেকজান্ডার, জর্জ হেনরি, লুইস, লাভজয়, মেলার্স প্রমুখ দার্শনিক এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদের মূল বক্তব্য

উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদের মূল বক্তব্য নীচে আলোচনা করা হল—

[1] **অভিব্যক্তির প্রতিটি স্তরে নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন সত্তার আবির্ভাব:** যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে অভিব্যক্তির প্রতিটি স্তরে নতুন কোনো সত্তার আবির্ভাব ঘটে না। জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনের যে আবির্ভাব ঘটে এদের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই, নতুনত্ব নেই। প্রাণ, মন সবই জড়ের জটিল বা জটিলতর রূপ মাত্র। উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন অভিব্যক্তির প্রতিটি স্তরে নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন সত্তার আবির্ভাব ঘটে। কারণ ও কার্য স্বরূপত অভিন্ন নয়। কার্য এক নতুন সৃষ্টি, নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন সত্তা। জড় থেকে জীবের অভিব্যক্তি হয়েছে। জড় ও জীব এক নয়। কেন-না জীবের পুষ্টি, বৃদ্ধি, সন্তান উৎপাদন, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন প্রভৃতি ধর্ম জড় বা জটিলতম যন্ত্রের নেই। জীবের এই ধর্মগুলি জড় থেকে তাকে পৃথক করেছে। আবার কারণ ও কার্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। কেন-না জীব জড় দেহাশ্রিত, জড়দেহ ছাড়া প্রাণ থাকতে পারে না। কিন্তু সকল জড়দেহ প্রাণী নয়।

সুতরাং, প্রাণহীন জড়, ভৌত রাসায়নিক উপাদানগুলি যখন প্রাণবান জীবকোশে রূপান্তরিত হল তখন নতুন গুণবিশিষ্ট নতুন সত্তার উন্মেষ হল—এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

[2] **অভিব্যক্তির পূর্ববর্তী স্তর ও পরবর্তী স্তর পরস্পর সংগতিপূর্ণ:** বার্গমোঁ প্রবর্তিত সৃষ্টিধর্মী অভিব্যক্তিবাদে বলা হয়েছে পূর্ববর্তী স্তর (কারণ) থেকে পরবর্তী স্তর (কার্য)-এ নতুন গুণবিশিষ্ট নতুন সত্তার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু পূর্ববর্তী সত্তা ও পরবর্তী সত্তার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে নতুন। অন্যদিকে উন্মেষধর্মী অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন অভিব্যক্তির প্রত্যেকটি স্তরে নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন সত্তার আবির্ভাব ঘটলেও নতুন সত্তাটি তার পূর্ববর্তী সত্তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

[3] **অভিব্যক্তিতে উৎপন্ন নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন সত্তার উন্মেষিত ধর্ম (Emergent quality) পূর্ববর্তী সত্তা কারণ থেকে তাকে পৃথক করে:** অভিব্যক্তিতে জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। জড় ও প্রাণী পৃথক। জড়তে জড়ত্ব ধর্ম আছে, প্রাণত্ব ধর্ম নেই কিন্তু প্রাণীতে জড়ত্ব ও প্রাণত্ব উভয় ধর্ম আছে। কিন্তু জড় থেকে অভিব্যক্তিতে প্রাণত্ব ধর্মের আবির্ভাব কীভাবে ঘটল?

Scanned with CamScanner

[4] **জড় থেকে প্রাণের অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া:** উন্মেষবাদীরা বলেন বিশেষ অনুপাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়। ($H_2 + O = H_2O$) এই জল উৎপন্ন হওয়ার দুটি ধর্ম আছে তা হল— [a] যোগগত গুণ (Resultant quality) এবং [b] উন্মেষিত গুণ (Emergent quality)।

[a] যোগগত গুণ: হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু ও অক্সিজেনের একটি পরমাণু মিলে এক অণু জল উৎপন্ন হয়েছে। এক অণু জলের পরিমাণ ও জলের পরিমাণ একই—এই হল জলের যোগগত গুণ। যোগগত গুণ কারণ থেকে আসে।

[b] উন্মেষিত গুণ: হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থেকে জল উৎপন্ন হলেও জলের তৃষ্ণানিবারণ গুণ তাতে থাকে না। এই তৃষ্ণানিবারণ গুণটি নতুন উৎপন্ন জলের উন্মেষিত গুণ যা তাকে কারণ থেকে পৃথক করেছে। নতুন সত্তার মর্যাদা দান করেছে। ঠিক তেমনই জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে প্রাণীর জড়দেহ হল যোগগত ধর্ম ও প্রাণত্ব হল উন্মেষিত ধর্ম। এই উন্মেষিত ধর্মই প্রাণীকে জড় থেকে পৃথক করেছে। আবার যোগগত ধর্মই পূর্ববর্তী সত্তা জড়ের সঙ্গে জীবদেহের সংগতি সাধন করেছে।

[5] **অভিব্যক্তির শক্তি:** অভিব্যক্তির জন্য প্রয়োজন হয় শক্তি। যান্ত্রিকবাদীরা বলেন অভিব্যক্তির শক্তি কারণের মধ্যে, জড়দ্রব্যের মধ্যে নিহিত থাকে। কিন্তু উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদীরা ঈশ্বরকে শক্তির উৎস বলেছেন। ঈশ্বর হল তেজশক্তি যার সক্রিয়তায় উন্মেষিতের উন্মেষ ঘটে ও উন্মেষমূলক সমগ্র অভিব্যক্তির গতিকে পরিচালিত করে।

[6] **অভিব্যক্তির অভিমুখ:** স্যামুয়েল আলেকজান্ডার বলেন শুদ্ধ গতিতে (pure motion) দেশ-কাল থেকে অভিব্যক্তির প্রথম আবির্ভাব ঘটে মুখ্য গুণবিশিষ্ট জড়দ্রব্যের মধ্যে। ক্রমে গৌণ গুণের আবির্ভাব ঘটে, ক্রমে ক্রমে জীবন, জীবন থেকে মনের আবির্ভাব ঘটে এবং এর পরে দেবসত্ত্ব আবির্ভূত হয়।
সুতরাং, পুরাতন থেকে নতুনের অভিব্যক্তি চলতেই থাকবে অনন্তকাল ধরে।

সমালোচনা

[1] রাসায়নিক সংমিশ্রণে সংগঠিত সামগ্রীর মধ্যে কোনো নতুন ধর্মের উন্মেষ পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হলেও জড় থেকে জীবের আবির্ভাব ঘটেছে এমন কোনো প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি।

[2] লয়েড মর্গান জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে মনের উন্মেষের ক্ষেত্রে এক্স অতীন্দ্রিয় সত্তা ঈশ্বরের সক্রিয় শক্তির কথা বলেছেন। জাগতিক বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে জগৎবহির্ভূত অতীন্দ্রিয় সত্তা স্বীকার করা যথাযথ পথ নয়।

[3] স্যামুয়েল আলেকজান্ডার বলেছেন আদিম উপাদান দেশ ও কাল থেকে জড়, জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু জড় থেকে চেতনার প্রাণের আবির্ভাবের কোনো প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি।

মূল্যায়ন: সুতরাং, উন্মেষধর্মী অভিব্যক্তিবাদ জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনের যে অভিব্যক্তির কথা বলেছে তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকায় তা গ্রহণযোগ্য মতবাদ হয়ে ওঠেনি।

Scanned with CamScanner